দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

034

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক ও ধূমপান

ধূমপান বিষ পান— কথাটি আজকাল সচেতন সকলেই জানেন। তামাকের নিকোটিন মানব সন্তানকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়। শারীরিক ও মানষিক অশান্তির জন্য ধূমপান দায়ী। এ কথা অনুধাবন করতে পেরে উন্নত দেশগুলো এর কবল থেকে দূরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি অনেক দেশে প্রকাশ্য রাজপথে ধূমপান নিষিদ্ধ হয়েছে।

অথচ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ নেশার দুষ্টক্ষত ছড়িয়েই যাচ্ছে। এ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার এক বিরাট অংশ ধূমপানে বন্দী হয়ে পড়েছে। জেনেই হোক আর না জেনেই হোক নিজ হাতে নিজকে হত্যা করছে।

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। দুঃখের বিষয় তাঁদের অনেকেই এ নেশার শিকার। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করেই তারা ধূমপান করছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী তথা অভিভাবক সমাজের আদর্শ। তাঁর আচার-আচরণ, কথোপকথন, উঠা-বসা সকলে শ্রদ্ধাসহকারে অনুসরণ ও অনুকরণ করেন।

অন্য কথায় শিক্ষকের আদর্শ সমাজ তথা রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তাঁরা যখন ধূমপানের মতো নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তখন তা শিক্ষার্থী তথা অভিভাবক এমনকি জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর মুখে বিড়ি কিংবা সিগারেট সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর মন সর্বদা অনুকরণ প্রিয়। যখন তারা শিক্ষককে ধূমপান করতে দেখে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে বিড়ি কিংবা সিগারেটের ধোঁয়া কি কেন ইত্যাদি জানার অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যেহেতু শিক্ষক সেহেতু এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করারও সাহস পায় না অথবা শিক্ষক জবাব দিতে নারাজ হন। তখন বয়সের কারণে হোক কিম্বা জানার খাতিরে হোক বিড়ি কিংবা সিগারেটে তারা অগ্নিসংযোগ করে থাকে। পল্লী অঞ্চলে স্কুলসংলগ্ন দোকানের আড়ালে এ ধরনের উদাহরণ হরহামেশাই মিলছে। একদিন যা জানার বিষয়ে গণ্য করা হয় কালক্রমে তা নেশার সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

পরিণামে শিক্ষার্থীরা উর্বর মস্তিষ্ক একদিন ধোঁয়ার দুষ্ট প্রভাবে ম্লান হয়ে পড়ে। একদিন যা ছিলো গোপন তা পরবর্তীতে দিবালোকের মতো প্রকাশ্য হয়ে যায়।

এদেশের শিক্ষিতের হার মাত্র ২২% ভাগ। একটা স্বাধীন দেশের জন্য এটি মোটেই গৌরবের নয়। অথচ জনসংখ্যার সিংহভাগ যখন অশিক্ষিত সে সমাজে শিক্ষক ধূমপান করলে যে অশিক্ষিত লোকেরা আরো বেশী এ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষকের ধূমপান শুধু কেবল শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তা শিক্ষকের নিজেরও ক্ষতি করে। এর ফলে তিনি যক্ষ্মা, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের ক্যান্সার, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগেও ভোগেন।

আমাদের দেশে শিক্ষকদের বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি পর্যাপ্ত নয়। এ দুর্মূল্যের বাজারে স্বল্প আয়ে যেখানে তাদের সংসার নির্বাহ দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে ধূমপানের বাড়তি খরচ সংসারের অস্বচ্ছলতাকেই হাতছানি দিচ্ছে। পয়সা দিয়ে বিষ কিনে না খেয়ে অন্ততঃ সে পয়সা দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্য শাক-সবজির যোগান দেয়া যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন শিক্ষক দুষ্ট নেশার হাত থেকে রক্ষা পাবেন অন্যদিকে সংসারের সদস্যরাও কিছু প্রয়োজনীয় খাদ্য পাবে।

নেশা ভীষণ ভয়ানক ব্যাপার। এর কবলে মানুষ নিজের সুখ-শান্তি-অস্তিত্ব পর্যন্ত বেলিয়ে দিতে কুণ্ঠা করে না। কিন্তু যখন নেশার ঘোর কাটে তখন তার শোধরানোর উপায় থাকে না।

মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। অতএব ধূমপায়ী শিক্ষক সম্প্রদায় ইচ্ছে করলে ধূমপানের হাত হতে মুক্তি পেতে পারেন। অবশ্য এ জন্য তাঁদের সাধনা করতে হবে। অতএব, একটা উন্নত জাতি ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠনে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষক সমাজ এগিয়ে আনবেন— এটা সকলে প্রত্যাশা করে।

—মোঃ বাছেদ মিয়া (বাসু)